মডার্ণ কবিতা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৪

ডি, সি, ভট্টাচার্য্য কর্তৃক
বাতায়ন পাবলিশিং হাউস
৮৫, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত— — —

এক টাকা আট আনা

ডি, সি, ভট্টাচার্য্য কর্তৃক
ইউনিয়ন প্রেস
৮৫, বৌবাজার, ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার ভাদুড়ী

করকমলেষু

প্রথমেই ব'লে রাখা ভাল যে "মডার্ণ কবিতা" কোনো স্থান, ঘটনা বা ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য ক'রে লেখা নয়, সমাজের বৃহত্তর ও মহত্তর অংশের প্রতিচ্ছবিও এ নয়। বিরাট সমাজের মাত্র এক শ্রেণীর নরনারীদের লক্ষ্য করেই কবিতাগুলির উদ্ভব, তাই, সমাজের যে-দিকের ছবি এতে ফোটাবার চেষ্টা করা হয়েছে, সেটা নিছক কবি-কল্পনা নয়, ভাব-বিলাসিতা তো নয়ই। বাস্তব সমাজের প্রতি যাঁদের সহানুভূতির দৃষ্টি এখনো সজাগ আছে, নোতুনত্বের মোহে তা' এখনো ঝাপসা হ'য়ে আসে নি—তাঁরাই স্বীকার করবেন যে এই কবিতাগুলি জীবন্ত মানুষ ও বাস্তব পরিবেশ নিয়েই গ'ড়ে উঠেছে। আমাদের সমাজের এই শ্রেণীর নরনারীর চলাফেরা দেখে হঠাৎ আমাদের চমক লাগে, কিন্তু সে চমক ভেঙ্গে যায় পরক্ষণেই তাদের অন্তঃসারশূন্য সাম্প্রতিক অভিযান দেখে। গত দশ বছর কি তারো কম, আমাদের সমাজের গতি বা প্রগতি এমনি উৎকট ও উদগ্র হ'য়ে উঠেছে যে নোতুন কিছু দেখলে বিস্ময় লাগার সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল হয়ে ওঠার উৎসাহ নিমেষের মধ্যে কর্পূরের মত উবে যায়।

গতানুগতিক পন্থায় চিরদিন মোহাবিষ্টের মত চলার পক্ষপাতী আমরা নই—মন্বাদি কথিত আইন-কানুন বা তথাকথিত নীতিরক্ষার উপদেশাবলী মেনে চলাই যে সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষার একমাত্র উপায় তাও আমরা মনে করি না। আমরাও সত্যকার প্রগতি চাই, নোতুন পথে চলার সাহসও আমাদের আছে, কাঠামোটাও বদলাতে চাই যদি সমাজের বুকে নোতুন প্রাণের প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তার গতিবেগে নূতন উন্মাদনা জাগাতে পারি, তার স্তিমিতপ্রায় দৃষ্টিতে নোতুন আলোয় নোতুন জগতের সন্ধান দিতে পারি, তার দেহে নোতুন স্পন্দন, তার শ্রবণে নব জীবনের নবীন মন্ত্র, তার কণ্ঠে নব জাগরণের নিত্য নোতুন গান জোগাতে পারি। কিন্তু সমাজের আসল রূপকে তথাকথিত সভ্যতা ও প্রগতির মুখোস পরিয়ে সাম্প্রতিক রূপসজ্জায় চটক-সুন্দর ক'রে আত্মবঞ্চনা করার পক্ষপাতী আমরা নই। সেই কারণেই এই "মডার্ণ কবিতা" প্রকাশের প্রয়োজন হয়েছে। এতে ভুল ভ্রান্তি হয়ত আছে—কিন্তু দংশন নেই বরং দরদ আছে এবং এর প্রয়োজনও যে আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না।

'মডার্ণ কবিতা'র কবিতাগুলি দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে নোতুন, অর্থাৎ এগুলির আবেদন বা 'আউটলুক'—'ক্ল্যাসিকাল' নয়—সম্পূর্ণ 'মডার্ণ', কিন্তু আসলে এগুলি 'সোসাল পোয়েম' বা সামাজিক কবিতা। বর্ত্তমান পরিবেশ সম্পর্কে কবির যে এ্যাটিটিউড্ (attitude) বা ভাবধারণা, এ কবিতাগুলির উদ্ভব হয়েছে তারি থেকে। এগুলি সেই ভাবের কবিতা, যেভাবে আমরা বর্ত্তমান সমাজের একদিকের ভাঙনকে লক্ষ্য করছি। ভাঙনের পর গড়ন আসে, এটা প্রকৃতির নিয়ম ;—নদীর উদ্দামতায় স্রোতের সৃষ্টি হয়, সে স্রোতে ভাঙে যেমন একদিক, অন্য দিকটা তেমনি গড়েও ওঠে তার সমস্ত ক্ষতিপূরণ ক'রে—নদীর স্রোতবেগের মধ্যে তার স্বকীয় উদ্দামতা থাকে ব'লেই গড়নের কাজ সম্ভব হয়। কিন্তু আজকের দিনের এ ভাঙনের স্রোতে গতিবেগ আছে কিন্তু প্রাণবেগ নাই,—এর প্রয়োজনের মূলে সৃষ্টির কোনো তাগিদ নেই—আছে কেবল জৈবিক উত্তেজনা।

আধুনিক সমাজের রূপ এই, এই পথে সে রঙ-বেরঙের প্রসাধন ক'রে চলেছে, এমনি তার হাবভাব, ধরণ-ধারণ, এই উপায়েই সম্প্রতি সে তার জীবনকে চরিতার্থ করতে চায়, এই পথেই সে তার দেহের ক্ষুধা ও আত্মার তৃষ্ণার তৃপ্তি খুঁজে বেড়ায়—এই কবিতাগুলিকে তারই বস্তুগত ও ভাবগত ফটোগ্রাফ বা প্রতিচ্ছবি বলা যেতে পারে। কিন্তু এ কবিতাগুলি সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার মাত্র একদিকের ছবি ; সহানুভূতি আছে ব'লেই এগুলির মধ্যে স্কুল-মাষ্টারী করার কোনো প্রয়াস নেই। Didactic বা উপাদেশাত্মক নয় ব'লেই এতে রম্যতারও ছাপ আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অনেক কবিতার শিরোনামা দ্বারা পাঠকমনকে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রারম্ভেই সজাগ ক'রে তোলার চেষ্টা হয়েছে। কোনো কোনোটি সমস্ত কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়কে অর্থপূর্ণ ক'রে দিয়েছে, তাতে পাঠকের মন কাব্যের সেই বিশিষ্ট রসকে উপভোগ করার জন্য প্রথম থেকেই প্রস্তুত হবে আশা করা যায়।
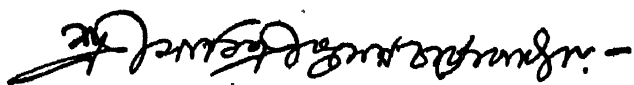
বাহিরের হাওয়া ও ভিতরকার ঘটনা পরম্পরায় আমাদের মন যে সম্প্রতি তার সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমি থেকে ক্রমশঃ অপসৃত হ'য়ে পড়ছে, কবিতাগুলির ইংরাজি শিরোনামা থেকেই আশা করি তার ইঙ্গিত পাওয়া কঠিন হবে না।

বাঙলা সাহিত্যে নিছক মডার্ণ বা সাম্প্রতিক কবিতা ব'লে যা চলছে, বা চালানোর চেষ্টা হচ্ছে, তার সঙ্গে এগুলির মালমশলা, পটভূমি, ব্যঞ্জনা ও গতির কিছুটা মিল আছে বটে—কিন্তু আদর্শের বা আকার-প্রকারের বিশেষ কোনো মিল নেই—তবুও বইখানির নাম যে "মডার্ণ কবিতা" রাখা হ'ল, তার কারণ, এগুলি কোনো mood বা মেজাজের কবিতা নয়। এগুলি আধুনিক পরিবেশ সম্পর্কে কবির মনোভাবেরই (attitude) কবিতা, এবং কবির মননশীলতা সময়, ঘটনা ও পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ মডার্ণ বা আধুনিক।

অতি-প্রগতিপন্থী সাম্প্রতিক মন এতে হয়ত সায় দেবেনা কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। যদি এই "মডার্ণ কবিতা"র আয়নায় আমাদের সমাজের আধুনিক-আধুনিকাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজের মুখচ্ছবি দেখতে পান এবং নিজের আসল রূপ দেখে আত্মসম্বিৎ ফিরে পান, তাহলে মনে করব 'মডার্ণ কবিতা' লেখার প্রয়োজন ছিল এবং তা' সার্থকও হয়েছে।

'মডার্ণ কবিতা'র প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা ও অঙ্কন করেছেন সুপরিচিত শিল্পী শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সুনিপুণ তুলিতে কবিতাগুলির ভিতরের রঙ প্রচ্ছদে প্রতিফলিত হয়েছে দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছে।

শ্রী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়
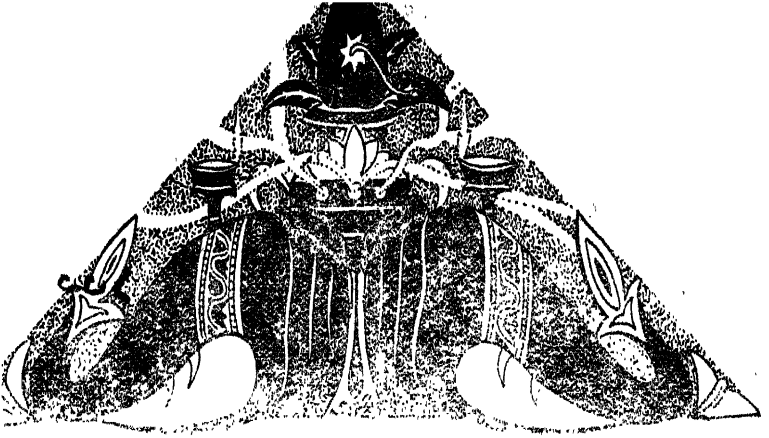
আজ বসন্ত এসেছে সোনার রঙে রঙীন হয়ে,—
গন্ধমদির লঘু বাতাস এল তার সঙ্গে
তুষার-শুভ্র ফোটা ফুলের সৌন্দর্য্যে।
সহস্র নয়নে জাগল ব্যাকুল অভিনন্দন
আর বসন্তের আননে ফুটল স্মিত হাস্য
সে তাই দিয়ে করবে নোতুন করে' মনোহরণ।

সবুজ গালিচা বিস্তীর্ণ হল চারিদিকে,
অরুণালোকের নম্র আভায়
নিশিভোরের শিশির কণায় সে আজ ডাক দিয়েছে
ডাক দিয়েছে শুধু
মানুষের মধ্যেকার অনুগৃহীতের দলকে।
প্রথম ডাকেই সাড়া দিল যত মূঢ়ের দল।
সেজে গুজে বেরিয়ে এল নরনারী দলে দলে
তরুণীরা দিল বুকের বসন আল্‌গা করে।
নগরের কবি এসে হলেন জমায়েত
হাতে তাঁর পেন্সিল আর কাগজ—
নাকের উপর চড়ান একজোড়া সন্ধানী চশমা।

বসন্তের আকস্মিক উন্মাদনায়
বহিদ্বার দিয়ে তৃণভূমিতে বেরিয়ে এল অনন্ত জনস্রোত।
গাছে গাছে তখন লেগেছে ফুল-ফোটার তাড়া
তরুণ-তরুণীর আর বিস্ময়ের অন্ত নাই,
ফোটা, আধফোটা ফুল নিয়ে
সুরু হল তাদের সোহাগের খেলা;
আসঙ্গলিপ্সু পক্ষীমিথুনের সঙ্গীতে
শ্রুতিযুগল তাদের হল আকৃষ্ট;
নীলাকাশ বিদীর্ণ করে' উঠল আনন্দধ্বনি

আমারো কাছে এসেছিল এই বসন্ত
বার বার সে আমার দ্বারে আঘাত করে'

আমায় বলেছে,—আমি যে বসন্ত !
এস, এস হে স্বপ্নবিভোর বিষণ্ণ কবি
বাহিরে এস, তোমায় আমি করি চুম্বন !
দৃঢ়বদ্ধ রইল আমার গৃহদ্বার,
হেঁকে বললাম—
অবাঞ্ছিত অতিথি তুমি,
বৃথা তোমার এ প্রলোভন—
দৃষ্টি আমার দীর্ণ বিদীর্ণ করে দেখেছে তোমায়,
দেখেছে এই পৃথিবীর প্রতি অণু-পরমাণু।
আমি দেখেছি অনেকখানি, অনেক গভীরে।
আনন্দ আর নাই আমার,
চির-যন্ত্রণা এখন আমার হৃদয়ে।
মানুষের পাষাণ-কঠিন আবরণের নীচে
অতি নীচে আমি দেখতে পেয়েছি,
দেখতে পেয়েছি তাদের গৃহ-সংসার,
আর তাদের অন্তঃকরণের অন্তস্তল।
আর কিছু দেখতে পাইনি আমি—
দেখেছি শুধু মিথ্যা আর প্রতারণা,
অনিবার দুঃখ ও মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা,
মানুষের মুখের চেহারায় তার কামনার ছাপ,
—কদর্য্য ও কুৎসিত :
সলজ্জ তরুণীর লজ্জার রাঙিমা
লুকিয়ে রাখে তার উদগ্র অদম্য লালসা,
তরুণের উৎসাহদীপ্ত ললাটের আবরণে
ঢাকা থাকে তার
রঙ বেরঙের ছন্ন বাসনা।

এ পৃথিবীতে মানুষ দেখিনা,
দেখি শুধু মানুষের বিলীয়মান ছায়া,
তার বিকৃত রূপ, আর সৃষ্টিছাড়া আচরণ,
সন্দেহ জাগে—

এ কি উন্মাদাগার ?
—না, হাসপাতাল ?

মাটির ভিতর দিয়ে আমি দেখতে পাই
সেই প্রাচীনা পৃথিবীকে,
এ যেন স্ফটিকে গড়া ;
আমি দেখতে পাই
আনন্দ-উচ্ছল সবুজের আড়ালে বসন্ত
বৃথাই ঢাকতে চায় তার বিভীষিকা,—
আমি দেখতে পাই, মৃতের দল
সঙ্কীর্ণ শবাধারে হাতদুটি জোড় ক'রে
শুয়ে আছে
উন্মিলিত নয়নে তাদের স্থির দৃষ্টি,
কঠোর ও ভয়াবহ।
শ্বেত বস্ত্রের আবরণে শ্বেত দেহ,
ততোধিক শ্বেতবর্ণ তাদের মুখাবয়ব।
সেই মুখ-বিবর হ'তে হামাগুড়ি দিয়ে
অনর্গল বেরিয়ে আসছে অগণ্য পীত কীট।
আমি দেখছি—পিতার কবরের উপর
উপপত্নী নিয়ে বসে আছে তার সন্তান,
সেই বারবণিতা নিয়ে চলছে তার রভস-লীলা
তার উচ্ছৃঙ্খল সোহাগের কুৎসিত অভিনয়।
চারিদিকে বুলবুলির অবজ্ঞা ও ঘৃণার কাকলি—
মাঠের ছোট্ট ফুল—সেও হাসছে বিদ্রূপের হাসি।
মৃত পিতা সন্তানকেও টেনে নেয় তার কবরে।
প্রাচীনা ধরিত্রীমাতা
কেঁপে ওঠে যেন তারি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায়।

অভাগিনী জননী পৃথিবী,
তোমার এ বেদনাকে আমি ভাল করেই জানি,
আমি স্পষ্ট দেখতে পাই
তোমার বুকের প্রজ্জ্বলন্ত ক্ষোভ-বহ্নি,

দেখতে পাই, তোমার সহস্র ধমনি হতে
ঝরে পড়ছে তপ্ত শোণিত-ধারা,
বিদীর্ণ ক্ষতমুখ হতে
উদ্গিরীত হতে দেখি—
ভীষণ অগ্নি, বিক্ষুব্ধ ধূম্ররাশি
আর উৎকট সেই রুধির ধারা।
দেখতে পাই, তোমার আদিযুগের সন্তান
সেই দৈত্য দলকে ;
অন্ধকার রসাতল থেকে ওঠে তারা,
নিখিল বিশ্বকে করে তারা তুচ্ছজ্ঞান—
হাতে দুলছে তাদের প্রজ্জ্বলিত মশাল,
আকাশের গায়ে লাগিয়েছে তারা
লোহার সিঁড়ি,
অটল স্বর্গের উপর বর্ষণ করে চলেছে তারা
উন্মত্ত ঝড়ের অসহ্য আঘাত।
কৃষ্ণবর্ণ বামনের দল
উঠে আসে তারা একটির পর একটি।
আকাশের নক্ষত্র
সোনার গুঁড়ো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে
মাটির উপরে।
অপবিত্র হাতের কঠিন স্পর্শে
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়
ঈশ্বরের পটমণ্ডপের স্বর্ণাবরণ ;
দেবদূতের দলকে দেখি
আর্ত্তস্বরে চিৎকার করে
নিম্নভূমিতে পতিত হতে।
নৈরাশ্য-পাণ্ডুর ঈশ্বর
সিংহাসনে বসে'—টেনে ফেলে দেয়
স্বহস্তে তার রাজমুকুট—
ছিঁড়ে ফেলে তার দেবদুর্লভ কেশরাশি।
প্রমত্ত ইতরদলের কোলাহল
এগিয়ে আসে তাঁর নিকটে—অতি নিকটে।

স্বর্গরাজ্যের চতুর্দ্দিকে চলে
দৈত্যদানবের জলন্ত মশাল ছোঁড়াছুঁড়ি—
পলায়মান দেবদূতের পৃষ্ঠে পড়ে
কৃষ্ণ বামনের বহ্নি-কশার অবিরাম আঘাত,
আঘাত-বেদনায় নতজানু হয়ে
দেবদূতের সে কী আর্ত্তক্রন্দন !
কেশাকর্ষণে নিষ্কাশিত হয় তারা
তাদের চির-অধিকৃত স্বর্গধাম হ'তে।
আমি দেখছি আমার দেবদূতকে,
কমনীয় তার আকৃতি
স্বর্ণকেশে কি সুন্দর তার শিরশোভা,
অধরোষ্ঠে তার শাশ্বত প্রেম
প্রশান্ত নয়নে তার
নিশ্চিত মুক্তির পরম আশ্বাস—
আমি দেখেছি—
কৃষ্ণকায় এক শয়তান
জঘন্য বীভৎস তার রূপ
হঠাৎ এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল
আমার সেই দেবদূতকে—
নিষ্পাপ অকলঙ্ক দেহের উপর দিল হানা ;
কি কদর্য্য সে শয়তানের মুখব্যাদান
আর তার হিংস্র কটাক্ষ নিক্ষেপ ;
দেবদূত আজ বন্দী হল
শয়তানের দৃঢ় আলিঙ্গনে।
আকাশ বিদীর্ণ করে উঠল আর্ত্তস্বর,
স্তম্ভের পর স্তম্ভ
ভেঙ্গে ফেটে পড়ে চৌচির হয়ে ;
স্বর্গমর্ত্ত হ'ল স্তম্ভিত অভিভূত :
—আর সবার উপর ছড়িয়ে গেল
চিরন্তন রাত্রির
সূচীভেদ্য গভীর অন্ধকার। *

[* Heine-এর The Twilight Of The Gods হইতে]

মডার্ণ গার্ল

শোন মঞ্জরী, বড় ভয় করি বানানো কথারে আমি
আর ভয় করি এতটুকু কথা এতখানি করে বলা,
"হাই-হিল" মেয়ে, পথে চলে ধেয়ে, এদিক ওদিক চেয়ে
তাল সাম্‌লাতে তারে দিনে রাতে দূরে দূরে রেখে চলা—
বুদ্ধিমানেরি কাজ বলে জানি,—যাই বল তুমি মোরে
নাক-সিঁট্‌কানো মেয়ে মহলেরে দূর্‌ হতে গড় করি

পাশ-করা মেয়ে দেমাক দেখায় লজ্জার মাথা খেয়ে
বেকারের দল 'পাইস্‌ হোটেলে' ভীড় করে সন্ধ্যায়
ইংরেজী বুলি নেহাত মামুলি আসর জমে না তাতে
ঢং করে সং সাজিলে বাড়ে না মেয়েদের কোমলতা ;
লজ্জা সরম নারীর ভূষণ গেছে সে আপদ চুকে
বেহায়াপনারে রঙীন করিয়া বলে এরা 'এটিকেট্‌'।

ধর একে একে,—সান্ত্বনা সেন, মিলি গুপ্তের কথা,
কলেজের সেরা বড় নাম-করা অঞ্জলি সরকার,
কিম্বা ধরনা মায়া মুখার্জ্জি আরতি-সম্পাদিকা,
সন্ধ্যা-সংঘ অধিষ্ঠাত্রী মিস্ আইরিন্ ড্যাট্,
ফ্লাইং ক্লাবের কায়েমী সভ্যা মিস্ কল্পনাকণা
অথবা ধরনা 'পইট্রি' ক্লাবের রিণি কি আইভি বোস্—
এক ছাঁচে গড়া প্রগতি-প্রিয়াসী এই ত মডার্ণ গার্ল,
'ফ্যাসানে' 'কশনে' পোক্ত 'মোশনে' অতি গুরুগর্ব্বিত,
'ইমোশান'-হীন, 'প্যাশান'-বিহীন, 'কমোশন-মঙ্গার'
পুরুষের কাজে ইহাঁরাই নাকি শক্তি-সঞ্চারিণী !
চায়ের পেয়ালা ধরিতে যাদের 'সখী-ধর-ধর' ভাব
তারা যে মাথায় নেবে সংসার সে আশা হয় না মনে।

ঝক্‌মকে শাড়ী, পাড়ের বাহার যত সুন্দরই হোক্
আঁচলটা যত দাও না ঘুরিয়ে ডাইনে অথবা বাঁয়ে,
আধুনিক হালে চাল বদ্‌লিয়ে যতই 'ফ্যাসান' কর ;
ব্লাউজের ছাঁট কেটে ছেঁটে ফেলে যতই নামিয়ে দাও,
কেহ বলিবে না মেনকা রম্ভা হেলেন কি বিয়াট্রিস্
'মিস্' বলে কেও ডাক্ দিলে হাতে স্বর্গ আসে না নেমে।
দুকানের দুল দুলিয়ে দাওনা যতই লম্বা করে'
বুকের ব্রোচ্‌টা ঢালের মতন বড় করে' পর বুকে,
পিঠভরা চুল 'বব্' করে ফেল, হবে সেটা ক্লাইমেক্স,
ঠোঁটে রুজ দাও, নখে 'কিউটেক্স,' পাউডার ঘসে ঘসে
মানব-জমিন চাষ করে ফেল, মাকাল ফলের আশে
আমরা কখনো মনে করিব না তোমরা বাঙালী মেয়ে।

মডার্ণ বয়

“দামোদর ফ্লাডে’ কত চাঁদা দিলে ?—হ’ল কি ব্যাপারখানা
বন্যার জল গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে’ তোড়ে এসে দিল হানা,
জলে ভাসে ঘর,—ঘর হ’তে লোক বৃথা আশ্রয় খুঁজে
স্রোতের আগায় তৃণের সমান ভেসে চলে চোখ বুঁজে।—”

“যাক ভেসে যাক্, তোমার আমার কতখানি এল গেল ;
দেখত’ ‘সাউথ ক্যালকাটা ক্লাবে’ কোন্ দল ‘কাপ’ পেল ?
‘টেলিগ্রাম পেজ’ উল্টিয়ে দেখ, ‘স্পোর্টিং নিউজ’ গুলি
‘শিল্ড’ জিতে গেছে ভারি মজা করে কাল্কে শেওড়াফুলি ;
যতীন বোসের ‘সেণ্টার’ খেলা, একেবারে বাজে ভাই,
‘হাপ্ ব্যাক’ খেলে মধু মিত্তির ইষ্ট-বেঙ্গল-চাঁই,—
কিন্তু যা’ বল, ‘গোল’ দিলে বটে সুবিমল স্যাণ্ডেল,
‘হাওড়া স্পোর্টিং ম্যাচ দিতে এসে পেয়ে গেছে আক্কেল।”

"দেখ দেখ,—এটা বন্যার ছবি,—আহা! গোটা পরিবার
উঁচু ঢিবিটায় বসে আছে ঠায়, একাকার চারিধার ;
স্রোতে ভেসে যায় তৃণের সমান চৌরী ঘরের চাল,
বর্ষা থেমেছে, ষাঁড়াষাঁড়ি বান্ ডাকিতেও পারে কাল।"

'ডাকেত ডাকুক ;—এ দিকে দেখেছ, কাগজে কি কথা লেখে
নাচিয়ের দল পৌঁছল এসে রিও-ডি-জেনেরো থেকে ;
তিনটি ঘণ্টা সমানে চলিবে তরুণী মেমের 'ড্যান্স'
মাঝে মাঝে নেচে হাতের গোড়ায়, করে' যাবে 'অ্যাড্ভান্স,'
'রোমান্স' জীবনে হয়েছে কখনও, রোমাঞ্চ কভু মনে?
পরীর স্বপন জেগে কি ঘুমিয়ে দেখেছ সংগোপনে ?"

"শ্যাম-সায়রের কূলে বেধে গেল, স্রোতে ভাসা খড়ো চাল,
তারই পরে ঠায় দাঁড়িয়ে ঝিমায় গৃহহীন নাজেহাল ;
তারই মাঝে নারী প্রসব-ব্যথায় করিতেছে লুটোপুটি—
সন্তানে রাখি' চিরদিন তরে মুদিল নয়ন দুটি—;
পাশে ভেসে এল সধবা রমণী, বাঁধা তার বাহুমূলে
শিশুকন্যার মৃতদেহ খানি ঢাকা মার এলো চুলে।"

"বেনো জল যেন তোমার কথায় ঢোকে চৌরঙ্গীতে
স্রোতের ঝাপ্টা হরদম বুঝি লাগে 'চিত্রা'র ভিতে !
পাগ্‌লামি ছাড়, তার চেয়ে চল, 'গ্লোবে' কি 'ম্যাডানে' যাই,
দিশি ছবি ? বেশ ! দেখ 'ফিচারিং'এ কোথায় রতন বাঈ—
'দেবদাস' দেখে 'লেকে' ভরাডুবি, নহেক সস্তা প্রাণ—
তার চেয়ে যাব বন্যা-'রিলিফে' ন'দে কি বর্দ্ধমান।
'গ্রেটা, মার্লিন, এলিসা ল্যাণ্ডি, ন্যান্সি ক্যারোল, জিন,
'প্যারেড্' করিয়া আসিছে সবাই, মাথা করে রিম ঝিম্
এসবের কাছে বাঙালী মেয়ের নাম আনিও না মুখে,

হাপ- আখ্ড়ায়ে পোক্ত তাহারা,—'থ্রিল' আনেনাক' বুকে ;
'ফিল্ম-কেলাসে'র শ্রীবিলেশবাবু, তুমি 'ব্যাক-বেঞ্চার'
'কিড্ মিলিয়ন' দেখনিক তুমি—?—'বেঙ্গলী ল্যান্সার' ?
—সুভাষ বোসের কথা ছেড়ে দাও, শুনিয়াছি সম্প্রতি,
রোগে ভুগে ভুগে জ্ঞান-বুদ্ধির ঘটিয়াছে অবনতি।
এদিকে দেখেছ ?—সকাল বেলাটা যেন পূজো-পূজো লাগে।
তুপুরের 'শো'তে গ্লোবে বড় ভিড়, টিকিট কিনিও আগে।

--—:*:—--

ফিল্ম-ফোবিয়া

আমার মনের আয়না হয়েছে বায়োস্কোপের স্ক্রীণ,
দিবস রাত্রি চলিছে সেথায় জৌলুস রোশ্‌নাই,
পায়ের শব্দ যেন চেনা চেনা, চকিত হইয়া চাই,
কথা গুণে গুণে ডায়েরিতে মোর কেবল সাজায়ে যাই
সবুজ ধরণী মন-প্রাণ তার হ'ল কি এভারগ্রীণ ?

ডোলেরেস ডেল্‌ রিও দোলে মোর কামনার ফুলদোলে
ভারী ককেটিশ লিলিয়ান গিস্‌ দুষ্টুমি ভরা হাসি,
ডরোথি ল্যামুর প্রেম-ব্যথাতুর ভগ্নহৃদয়ে আসি
হাতছানি দেয় ; আমারে কাঁদায় ক্লডেট্‌ সর্ব্বনাশী
জেনেট গেনার পাওনা দেনার বকেয়া হিসাব খোলে।

গার্ব্বোর নাকি বয়স হয়েছে, মারলিন্‌ ড্রিয়েট্রিচ্‌
যৌবন সীমা পারায়ে যদিবা বয়স্কা হয়ে থাকে,

তাহাদেরি মাঝে আদিম কালের ইভ্ যে আমারে ডাকে
আর্টের ধর্ম্মে যুবতীজনের কেবা চার্ট করে রাখে,
মন দেওয়া-নেওয়া বার্গেন নয় সমান উচ্চ নীচ।

মর্ত্তে আসিল উর্ব্বশী নটী ইসোডোরা ডান্‌কেন্
জীবন তাহার স্থরু হ'ত ঠিক মাতাল দুপুর রাতে,
শেরি, স্যাম্পেন, ভারমুথ, শেষে 'জিন'-এর গেলাস হাতে
যেন বিদ্যুৎ ঠিকরিয়া পড়ে নৃত্য-তালের সাথে
রূপ-যৌবন তার কাছে হায় নিতান্ত মান্‌ডেন্।

ইতালির কবি দান্নুনাসিও বিলাতের কবি ক্রেগ
ইসোডোরা গেল চরণে দলিয়া তাদের প্রেমাঞ্জলি,
জিন্ নিয়ে আর দারিদ্র্য নিয়ে সে ছিল এভার-জলি ;
বুড়ো শালিখের প্রেম নিয়ে সেতো করেনিক ঢলাঢলি
জীবনে ও জিনে পাঞ্চ করে নিল পেগের উপরে পেগ্।

আমার মনের পর্দ্দায় পড়ে কাদের উজল ছায়া ?
ক্লেয়ার ডডের স্থন্দর হাসি, নর্ম্মার সরলতা
মৌন-মধুর আর্থার ! মোর একি এ দুর্ব্বলতা
নবাগতা জিন্ রিগ্যানের চোখে হেরিনু চঞ্চলতা,
গ্রেস্‌মূর রচে স্থরের স্বপন, বেনেট মোহিনী মায়া।

—:*:

ডাইলেমা

ইলারে আমার বড় ভাল লাগে, অরুণা রায়কে বেসেছি ভালো
শ্যামলী বসুর খাসা চোখ দুটি, হোক্‌না গায়ের রঙটা কালো,
মনটা ত উঁচু, লিবারেল ভিউ, জড়সড় নয় লজ্জা-ত্রাসে
হাসাতে পারিলে জায়গা মাফিক্ শ্যামলীও বেশ মিষ্টি হাসে।
হেনা গুপ্তকে যায় না'ক চেনা, তবু কে না চায় তাহারে কাছে
তারে ভালবেসে আনন্দ হয়, তারে জয় ক'রে গর্ব্ব আছে ;
ছোট ছোট ক'রে কথা কয়ে যায়, মাঝে মাঝে চায় নয়ন তুলে
কাজলে বড্ড মানায় হেনাকে, সে-কথা এখনো যায়নি ভুলে ;
সেয়ানা বলে ত মনে হ'ল না ক', মনে হ'ল হেনা দিব্বি মেয়ে
তন্বী মেয়ের গৌর বর্ণ হৃদয় আমার রেখেছে ছেয়ে।
আমি ভালবাসি সত্যি করেই অরুন্ধতির বান্ধবতা
সুলতার সাথে মোর পরিচয় ? সে কথা থাক্, সে অনেক কথা,—
আমি দিনু ফুল, সে দিল আমারে কুন্দ ফুলের মালিকা খানি ;

ভুলিতে পারি না একটি মেয়েরে, পাড়া-গেঁয়ে মেয়ে
শেফালি রাণী ;—
রঙ মনে নাই, মনে আছে বেশ, সে মুখ হাজারে একটি মেলে,
মাটির প্রদীপ নিবু নিবু করে আপনার হাতে তুলিতে গেলে,
লজ্জা-সরমে নরম-সরম, গেঁয়ো মেয়ে রঙ হোক না কালো
বেহায়া মেয়ের ফ্লার্ট কি ফ্ল্যাটারি সহরেই বেশ মানায় ভালো ;
কথা ত কয়নি হেনার মতন, জড়সড় যেন লজ্জাভরে
তবুও এ প্রাণ করে আনচান্ আঙিনায় ঝরা শিউলি তরে।

সত্যি কথা কি শুনিবে বন্ধু,—তবে শোন বলি আসল কথা
আমার মনের মানস-প্রতিমা গীত-সুন্দরী কনকলতা ;
রূপবতী রাজকন্যা চাহিনা, রূপ দেখে মোর ঘেন্না করে
রূপের দেমাক যার আছে থাক্ গুণ দেখে মন খুসীতে ভরে, ;
আমার লতার রূপ নাই বলে, সে যে হ'ল মোর পরাণ-প্রিয়া
গান গেয়ে গেয়ে কনক আমার ভরিয়া দিয়েছে শূন্য হিয়া।
তাই বলে আমি শ্রীলতারে কভু ভালবাসি নাই মোহের ঘোরে
মোর কবিতায় তারে যে পেয়েছি, সে যে কবিতায়
চেয়েছে মোরে।
আমার মনের কল্পনা নিয়ে শ্রীলতারে বুঝি গড়েছে বিধি
তারে ভালবেসে আত্তি মেটে না, বিশ্বভুবনে সে প্রেমনিধি।
এই জীবনের গভীর গোপনে লতারে পেয়েছি, আমার লতা
সে রচিছে তাই কাব্য-গাথায় তার ও আমার জীবন-কথা।
যে মঞ্জুলার সাগর-নৃত্যে যোগী ধ্যান ভেঙ্গে দাঁড়ায় এসে
কিবা অপরাধ মনেপ্রাণে কেহ তারে চাহে যদি ভালই বেসে,
মঞ্জুরাণীর নৃত্যের তালে বুকের রক্ত নাচিয়া ওঠে
দেহ-ভঙ্গীতে ললিত লাস্যে অশোক চম্পা পদ্ম ফোটে,
মনেরে শুধালে কহে কানে কানে মঞ্জু, মঞ্জু—মঞ্জুরাণী
মঞ্জুরে ভালবেসেছি সত্য, রূপে মঞ্জুলা প্রতিমা খানি।

অমিয়া মিত্র অতি আধুনিকা, তরুণ প্রাণের নিত্য সাকী
সেদিন হঠাৎ বোটানিকে গিয়ে পরিচয় থেকে যে মাখামাখি
হয়ে গেল সেটা জানে অনেকেই, বন্ধুমহলে জেলাসি এল
অমিয়া খুঁজিয়া আমার মধ্যে কোন্ রমণীয় বস্তু পেল ?
অথৈ বিদ্যা অমিয়ারাণীর লিখিয়ে-পড়িয়ে এমন ধারা
ক'টা মেয়ে আছে সারা বাঙলায়, তারে দেখে যদি আত্মহারা
হয়ে থাকি আমি, কি দোষ করেছি ? সত্যি অমিরে
বেসেছি ভালো
রমণী-রত্ন অমিয়া মিত্র মনেপ্রাণে তার যুগের আলো।
তার শিক্ষার আদর্শ নিয়ে আমি কাটালাম রাত্রি দিবা
প্রেমে মশগুল এমন সময় ধুমকেতু সম এলেন বিভা,
বিভারে চেন না ? বিভা সরকার—যেন প্রতপ্ত বহ্নিশিখা
জীবনে বিভারে পেয়েছি যে আমি, সে মোর পরম ভাগ্যলিখা,
আগুনে তাহার জ্বলেছি নিত্য, তবু সে আগুন বক্ষে ধরি'
শত জীবনের অবসাদ মোর মুহূর্তে যেন গিয়েছে সরি,
কছে এলে জ্বলে, দূরে গেলে তার বাড়ে যে দ্বিগুণ বহ্নিজ্বালা
বুঝিতে পারি না, এই ভাল না কি ভাল সুলতার কুন্দমালা।

———:*:———

জেলাসি

'টাইগার হিলে' সূর্য্য-উদয় দেখিতে দেখিতে আমার মনে
সোনালি রঙের ঢেউ খেলে গেল, জানিনাক কোন্ শুভক্ষণে।
অজিত গুপ্ত কবি বলে খ্যাত, কবিরি মতন চেহারা বটে
ভাগ্যে থাকিলে এমনি করেই, পথে জানা শুনা হঠাৎ ঘটে।
তিনি এসেছেন সবান্ধবে, আমরা মাত্র তিনটি প্রাণী—
ছোট বোন সুধা, মাসিমা, আমার প্রিয় বান্ধবী মল্লীরাণী!
মল্লীর নাই লজ্জাসরম, হাঁ করে দেখি সে তাকিয়ে আছে
অত ভাল নয়, সুন্দর বলে গা-পড়া হয়ে কে এগোয় কাছে।
অজিত বাবুর মার সাথে নাকি মাসিমার আছে আত্মীয়তা
তাই না পরশু আমাদের বাড়ী চা খাবেন বলে দিলেন কথা,
যাই হোক বাপু, বুঝিয়ে শুঝিয়ে বলে দিতে হবে মল্লিকারে,
চা পার্টিতে যেন সমঝে চলেন, শাসন রাখেন জিহ্বাটারে।
এম্-এ-পাশ-করা মেয়ে যে মল্লী, সে-কথা নাই বা জাহির হ'ল
পাশ ত করেছি আমিও তিনটে, এ-ফেরা সেকথা গোপনই র'ল।

অত শক্ত বাপু আসে না মাথায়, মেয়ে মানুষের ধিঙ্গিপনা
বড় চোখে লাগে, সইতে পারি না গা-পড়া মেয়ের প্রবঞ্চনা।
বলিহারি মেয়ে মল্লিকা ভাই, কানে তোলেনাক আমার মানা
দেখ্‌লি ত সুধা, স্বল্প আলাপে গল্প করার কাণ্ড খানা ?
অজিত বাবুটি ভদ্র বলেই হাসি মুখে গেল জবাব দিয়ে
বেহায়াপনাটা দেখ্‌লি ত সুধা, রেনকোর্ট আর ছাতাটা নিয়ে ?

মল্লী কিন্তু ছিল না এমন, তার পরিচয় অনেকে জানে
ডিগ্‌নিটি নিয়ে ক্লাসে দু'টি মোরা কাটিয়ে ছিলাম সসম্মানে।
আচ্ছা বল্‌ ত সুধা তুই ভাই, আরো ত দু'জন বন্ধু ছিল
মল্লিকা কেন চক্‌লেটগুলো অজিতেরি দিকে এগিয়ে দিল ?
বুনো গোলাপের তোড়া বেঁধে শুধু কবির মনকে যায় না ধরা,
অজিত বাবুরও উচিত হয়নি, এত বাড়াবাড়ি সহ্য করা।
'মাউণ্ট ভিলায়' চা পার্টি কিন্তু পছন্দ মোর হয়নি মোটে,
কি জানি যদি বা অজিত বাবুর বন্ধুরা সব আসিয়া জোটে।
খুসী হই যদি ধরা পড়ে যায় মল্লীরাণীর বেহায়াপনা
অজিত বাবু ত স্বপনবিলাসী দুহাতে বিলান করুণাকণা।

দেখ্‌ ভাই সুধা, গোলাপের তোড়া অগোছাল করে কে রেখে দিলে,
এই টেবিলটা আয় ভাল করে সাজাই আমরা দুজনে মিলে।
মোরাদাবাদের সেই মিনে করা বড় ফুলদানী আনত তুলে
হেম্প করা ওই টেবিল ক্লথটা মানায় না, বড় রয়েছে ঝুলে ;
ম্যাগনোলিয়ার বড় ফুলকটা নিয়ে এসে দেত আমার হাতে
এইবার দেখ্‌, কেমন হয়েছে—থাক্‌ একপাশে, দোষ কি তাতে ?
ইচ্ছা করেই জায়গাটা আমি একটু আড়ালে রেখেছি সুধা,
চোখের লজ্জা আছে তাই বলে ঢেকে রেখে দেব মনের ক্ষুধা ?

বিকেল হলেই আসবার কথা, বেলা ডুবে এল সন্ধ্যাবেলা,
আজ বুঝি ছিল টুটুল বাবুর 'এভার গ্রীনের' টেনিস্ খেলা।
কবিও কি তবে কলম ছাড়িয়া হেথায় হলেন র‍্যাকেট-পানি
হয়ত তাতেই এই বিলম্ব—কোথায় গেলেন মল্লীরাণী !
টয়লেটে গেল ঘণ্টা তিনেক, এখন কি তিনি ড্রয়িং রুমে
এল যে বৃষ্টি, বৃষ্টি এলেই চোখ ঢুলে আসে আল্‌সে ঘুমে।
ভাল লাগেনাক, কি জানি কখন মল্লিকা কি যে করিয়া বসে
অজিত বাবুর সাম্‌নে মল্লি—কিছুতে রবে না আমার বশে।

———ঃ✱ঃ———

ম্যামজেল্

ব্রাইটন লেন যেথায় মিশেছে রিজেন্ট রোডে
মভ্ কলারের একতালা বাড়ী, সাম্‌নে ল্যন্ ;
বট্‌ল্ পামের আব্‌ডালে যেন শিলোটি আঁকা
গাড়ীবারান্দা ডারসেনিয়ার ছায়ায় ঘেরা।

দক্ষিণে তার সিম্‌ফনি ক্লাব,—উঁচু পাঁচির
উত্তর দিকে মার্লিন পার্ক, দখিণে বাড়ী,
ভূতের ভয়ে বা উৎপাতে সেটা খালিই থাকে
পূর্ব্বে ভেকেণ্ট প্লট পড়ে আছে, বিক্রী হবে।

বাড়ীটার নাম "প্যান্‌জি কটেজ"—দিব্যি নাম!
বেশ নিরিবিলি, ম্যাডাম মঁসিলি বাঙালী মেয়ে,
বিলেত-ফিলেত ঘুরে অবশেষে কল্‌কাতায়
মেকাপের জোরে আসর জমিয়ে আছেন বসে।

বয়স কত যে কেউ জানেনাক'—কাজ কি জেনে?
সব বয়সের সমান-বয়সী, অতিথি-প্রিয়া,
কালচার আর এডুকেশনের নাই অভাব;
মধুর স্বভাব, সুমধুর ভাব—মারভেলাস্‌!

ড্রাইডেন থেকে ন্যুট্‌ হামসুন, টমাস হার্ডি
গোটিয়ার, রেঁামা, এ'চ্‌-জি ওয়েল্‌সে সমান জ্ঞান,
কথা পেড়ে দেখো হবে আলোচনা রসাত্মক,
রসিকা রমণী সকল আর্টের কনেসিয়ার।

রঙীন সুতোর জাল ফেলা আছে সহরময়
ম্যাডাম মঁসিলি খেলিয়ে খেলিয়ে গুটিয়ে আনে,
সেথায় যুদ্ধ তেলাপোকা আর কাঁচপোকায়
ক্রমে যেন আরো জমিয়া উঠিছে সঙীন হয়ে।

ওবেদিয়া ম্যান্‌সন্

পার্ক সারকাস পার হয়ে বাঁয়ে মণি মালিনীর গলি,
খান দুই বাড়ী পেরিয়ে গেলেই ওবেদিয়া ম্যান্‌সন্ ;
দুপুর বেলাটা বেশ নির্জ্জন, গুটিগুটি পায়ে চলি'
সিঁড়ি বেয়ে উঠে দোতালার ফ্ল্যাটে বসিও কিছুক্ষণ

ড্রয়িং রুমের আসবাবগুলো সাজান হাল ফ্যাসানে,
কুশনে বসিতে লাগে কমোশন অস্থির চেতনায়,
আলাপ জমিবে দু'চার মিনিটে, প্রলাপ ডিস্‌কাসানে
শুনে মনে হবে ভার্জ্জিল যেন কবিতা আউড়ে যায়।

পাতলা পর্দ্দা আসমানী রঙ নাইল নদীর ঢেউ
ফ্যানের হাওয়ায় ফুলে ফুলে ওঠে, সুন্দরী বসে পাশে,
সন্দেহ হবে হয়ত ও-ঘরে লুকাইয়া আছে কেউ,
টইলেট্ শেষে মুখ মোছে তারি সুগন্ধ ভেসে আসে।

বেহারা আসিয়া জানাবে সেলাম চেহারাটা জাঁদরেল,
সন্ধ্যার পর সে-ই দারোয়ান দরজায় বসে থাকে,
সামনের আলো নিভানই থাকে, বাজিও কলিং বেল,
ভড়্কে যেওনা ল্যাপ ডগ্‌টার মিহিন গলার ডাকে।

আদপ-কায়দা দেখে মনে হবে বড় সাহেবের বাড়ী,
বেড্ রুম, বাথ, প্যান্ট্রিতে স্রেফ্ মডার্ণ ফার্ণিচার,
বেআদবি সেথা আদপে চলে না, হাটে ভেঙ্গোনাক হাঁড়ি,
মিসিবাবাদের আবদার সেথা দেখিবে তুর্নিবার।

বুকে বল ক'রে হল ঘরটার 'আর্ট' পিকচার দেখো,
মনে কিছু তুমি সন্ধ করো না, ধন্ধ কাটিয়া যাবে,
বুঝিতে না পার মিস্ গুপ্তাকে অনুনয় করে ডেকো
আর্টের মর্ম্ম বুঝিতে বুঝিতে কাব্যের রসও পাবে।

বাড়ীতে হবে না, টি-পার্টি জমিও মডেল রেস্তরাঁতে—
বেছে গুছে করো নেমন্তন্ন শাইনেস্ যাবে ঘুচে,
রেসপন্স পাও ভালই, নইলে লিখো খয়রাৎ খাতে
নূতন খাতার পত্তন কোরো পুরোনো হিসাব মুছে।

বেদনাতে যেন ভুলেও ছেড়োনা টাই, ট্রাউজার, টুপি
সিগারেট খেয়ে এ্যাশ্‌পটে ফেলো অন্তত আধখান,
দেখা হলে কয়ো তুচ্ছ কথাও হেসে হেসে চুপি চুপি
জের রেখে যেও আসা ও যাওয়ার, কেটে যাবে ব্যবধান।

——:*:——

ভাইপার

সেদিন বার্‌টা ররিবার হবে—আকাশে উঠেছে চাঁদ,
ফাঁদ পাতিয়াছে রূপসী তরুণী পিচ্-ঢালা রাস্তায়,
ঢাকুরিয়া লেকে মেলা বসিয়াছে শুধু মেয়েদের মেলা
আনাচে কানাচে টাট্‌কা আনাজ পাওয়া যায় সস্তায়

মোটরে মোটরে ধূল-পরিমাণ কিনারায় সার বাঁধা
চল্‌তি মোটর ঘুরে ঘুরে মরে পায়না কাহারো খোঁজ,
গমকে গমকে ঠমকে ঠমকে রচিছে গোলক ধাঁধা
অবাক হইয়া হেরিনু সেদিন বালা রমণীর 'পোজ' !

ঝল্‌মল্‌ করে পাড়ের বাহার 'ইহুদি' কি 'জর্জ্জেট'
সোনালি ফিতায় রূপার চুম্‌কি কল্কা নানানতর,
রঙ বেরঙের ব্লাউজ জ্যাকেট—ফ্যাসান আপ-টু-ডেট্‌
কাছ দিয়ে যায় প্রাণ হায় হায় সুগন্ধ ভরভর।

যেতে যেতে কেও হঠাৎ থামিয়া চেয়ে থাকে কারো পানে,
অপাঙ্গে হানে তীক্ষ্ণ সায়ক—নিশ্চিত সন্ধান ;
তারে যেন কোথা দেখেছি কখন্‌, বেশ চেনাচেনা মুখ,
হাল্‌কা হাওয়ায় হাল্‌কা শাড়ীর প্রাণ করে আন্‌চান্‌।

মেয়েদের ভিড় লাগিয়াছে লেকে, নানান জাতের মেয়ে
নানান ঢঙের চলন বলন, নানান রঙের আশা,
সাহেব মেমেরা পায়চারী করে কাঁধে ও কোমরে হাত
একান্তে কেহ কান্তে ডাকিয়া নিবেদিছে ভালবাসা।

চন্‌মন্‌ করে তরুণের মন সবারেই লাগে ভালো
পল্‌কা প্রাণটা ভাঙো ভাঙো করে চলকান ঢেউ লেগে,
কার অভিসারে জ্যোৎস্না-মদির রজনী উতলা হ'ল ?
নিধু গুপ্তের 'ভক্‌সল্‌' খানা ছোটে কেন এত বেগে ?

আরাধনা রায় নিজেই চালায় সাদা 'বেবি অষ্টিন'
অত রুজ মাখে, ছি ছি কি বিশ্রী, 'বব্‌' করা কটা চুল,
ভাগ্যবন্ত বন্ধুটি ভালো—বসে পিছনের সিটে,
বিগত দিনের জাবর কাটিয়া সন্দেহ-সমাকুল।

এপাড়া ওপাড়া হল একাকার, কেই বা কাহারে চেনে,
'টলিউড্‌' থেকে নিত্য নোতুন 'ফ্যাসানের' আমদানি,
বনবালা পান 'এ্যাপ্রিসিয়েসন' দেবী বলে সুখ্যাতি
পার্টিতে পার্টিতে হার্টি প্রশংসা, বালি থেকে চাঁপদানি।

লেকের জলের কিনারে কিনারে আলো-আঁধারীর ফাঁকে
চাপা হাসি ওঠে কাঁপা-কাঁপা কথা, ভাঙ্গে লজ্জার বাঁধ,
গিস্ গিস্ করে লোকজন দূরে, ফিস্ ফিস্ ছোট কথা
কেও ফিরে যায় নিরাশায়, কারো পূরিল মনের সাধ।

রঞ্জিত সেন কদাচ আসেন চালিয়ে 'মার্সেডিস্'
কেও বা আসেন সঙ্গে অথবা চড়িয়া বসেন কেহ,
কালোবরণের বায়ু-বিহারিণী নন্দিতা সরকার
ভাতুড়ী দেখেন উড়ি উড়ি পাখী,—চিতিয়ে নগ্ন দেহ।

কাবুলী মটর উঠিছে মোটরে, হাঁকিছে 'ম্যাগনোলিয়া'
গরম মুড়ী কি টাট্‌কা হুড়ুম, মজাদার চানাচুর,
ভাতুরে আতার দোকানে আতুরে মেয়েদের দরাদরি,
লেকের ওপারে মিষ্টি কথার দানা ঝরে ঝুর ঝুর।

সহরের আলো ফেলিয়া পিছনে আমরা আঁধারে চলি,
ভিড় ঠেলে বসি গাছের তলায় এক্‌লাটি নির্জ্জনে,
চেনা মানুষেরে এড়াইয়া হেথা নিজেরে গোপন করি
চুপি চুপি চলি যদি দেখা হয়—যারে চাই তারই সনে।

উত্তর পারে জোর রোশনাই, দক্ষিণে আলো কম,
বেঁকের মাথায় ট্যাক্সি থামায় পাঞ্জাবী ড্রাইভার,
ঠুং ঠুং ঠুং রিক্স চলিছে, জেনানা পর্দ্দা ঢাকা,
হেথা পথে পথে লুকাইয়া আছে বিষাক্ত ভাইপার।

—:*:—

পাসিং শো

কোথায় গেছে সে কিচ্ছু জান না ? মোটরে অথবা হেঁটেই গেল,
সুধা মিত্তির এসেছিল আজ ? জানিনা কিসের খেয়ালে পেল !
মনুজ সেনেরে তুমি চেন হাসি—? প্রজাপতি গোঁফ, লম্বা সিঁথি,
ঢিলে-আস্তীন পাঞ্জাবী পরে, সিগারেট নয়, সিগারে প্রীতি ;
সর্ব্বদা পায়ে শিং তোলা চটি, নিজেই মোটর ড্রাইভ করে,
ঠিক জান তুমি সে আজ আসেনি ?—নিয়ে ত যায়নি সতুকে ধরে' ?
সে বড় ফ্যাসাদ্, সঙ্গী পেলেই গ্র্যাণ্ড-ট্র্যাঙ্ক রোডে জমাবে পাড়ি
ড্রাইভের নেশা তাকে পেয়ে বসে, কে জানে কবে সে ফিরিবে বাড়ী ;
বান্ধবী লতা যদি সাথে যান তাহলে ত আর নাইক কথা
সবে-পাশ-করা গ্র্যাজুয়েট মেয়ে অতি আধুনিকা কনকলতা ;
বাপ লণ্ডনে, মা থাকেন রাঁচি, মেয়ে থাকে তার দিদির কাছে,
ভগ্নিপতিটি শেয়ার-ব্রোকার ক্লাব-কর্ণারে মেতেই আছে।
বিলাত-ফেরত নাহলেও তাঁর সাহেবীয়ানার দেমাক বড়
স্ত্রী-স্বাধীনতা ও সহ-শিক্ষার বক্তৃতা দিতে ভীষণ দড়।
শ্যালিকা ফেরেন বন্ধুমহলে, স্ত্রী যদি বা তা'র নিন্দা করে
শেয়ার-ব্রোকার ব্রিফ্ নিয়ে তার ডিফেন্স্ করেন্—লতার হয়ে।

যাকগে ও-সব পরের কথায় জানাজানি হলে পরই হাসে,
তোমার দাদার জন্যেই ভাবি,—এ সবে আমার কি যায় আসে ?
তুমি ত সে সব বুঝ্‌বে না ভাই, নিজেই আমি যে দিইছি ধরা,
মনের মানুষ মনে হয়েছিল—তাই ত হলাম স্বয়ম্বরা।
না না হাসিরাশি—কিছু না ওসব, তাকে তুমি যেন বলো না কিছু
এই ত নিয়ম—কায়া চলে যায়, ছায়া ঘুরে মরে তাহারি পিছু।

আজকে তাহলে আসি হাসিরাশি, নামটি তোমার বদ্‌লে নিও
একালে ও নাম চল্‌বে না ভাই,—এই চিঠিখানা দাদাকে দিও !
ব'লো—এটা তাঁর ভারি অন্যায় কথা দিয়ে নিজে বাইরে যাওয়া,
এখুনি আমায় যেতে হবে ভাই,—হয়নি এখনো নাওয়া কি খাওয়া।
বসে' বসে' বেলা বারটা বাজ্‌ল—আর বসে' থাকা চলে না হাসি,
তা' ছাড়া বিকেলে বিধবা বোন্‌টি দেওরের সাথে যাবেন কাশী ;—
কে জানে কেন যে ধর্ম্মের মতি হ'ল তাঁর দশ বছর পরে,
কি আর বয়স ? বড় জোর ত্রিশ,—আমার কিন্তু ঘেন্না করে—
প্যাচপেচে পথ, এঁদো গলি ঘুঁজি, পাথরের বাড়ী পাখীর খাঁচা,
কাচা কাপড়ের ইজ্জত রেখে এ যেন ধর্ম্ম-রাখার ধাঁচা ;
আর চলে নাক' একটা যে বাজে—অভিমান ভেঙে এলাম চলে,
একটা বছর দূরে দূরে থেকে ভেসেছি কেবল চোখের জলে।

নীচের ঘরের বিছানাটা কা'র ? কেন ? কেন ? হোথা থাকেন বল ?
উপরতলায় অগুন্তি ঘর, একতালা নেক নজরে প'ল ?
পড়ার টেবিল অগোছাল কেন ? তুমিও তো বোন গোছাতে জান
ময়লা কাপড়ে আল্‌না বোঝাই, আন জামাগুলো এদিকে আন।
বেহারারে ডেকে পাঠিয়ে দাওনা কাছে পিঠে কোথা লণ্ড্রি আছে,
জুতোগুলো সব বুরুশ হয় না ? ওগুলো কি পড়ে' খাটের কাছে ?
আমারি হাতের লেখা চিঠিগুলো, এলোমেলো হেথা ছড়ান পড়ে'
দেখি দেখি—এ যে অনেক কালের ! কূলে বাঁধা তরী ডুবেছে ঝড়ে !

না, না, চিঠিগুলো ওখানে রেখোনা—লক্ষ্মীটি, রাখ বন্ধ কোরে,
কোন্‌টা তোমার দাদার দেরাজ ? পড়া শুনা হয় পাশের ঘরে ?
পড়া শুনা নাই ? সেকি কথা বোন্, তিন মাস পরে দেবেন এম্-এ
লক্ষ্মীটি বোন সত্যি বল্ না—চল্ যাই মোরা নীচেয় নেমে।
ড্রয়িংরুমেতে খানিকটা বসে' দেখি তিনি যদি আসেন ফিরে
কূল ভেসে গেছে যে মহানদীর মিছে বসে' থাকা সে নদী-তীরে।

শোন হাসিরাশি আজ তবে আসি, বেলা পড়ে এল চারটে বাজে,
ঝোঁকের মাথায় ছুটে এসে ভাই, ঘরে ফিরে যেতে মরি যে লাজে।
আমার জন্য কিছু নয় বোন্—ভাব্‌না তোমার দাদাকে নিয়ে,
হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো কথা, বলে দিও তাঁরে—এই ফাল্গুনে আমার বিয়ে

:*:——

১২ নম্বরে থাকি

তোমার নাম কি সুমিত্রা সেন ? এ্যভিনিউ লেনে থাক ?
আমি নেক্সট্ ডোর নেবার তোমার সে খবর জাননাক ?
লজ্জা কি তাতে ? এমনি ত হয় সহর কল্‌কাতায়
জানা মুস্কিল পাশাপাশি ফ্ল্যাটে কে কখন আসে যায়।
তাতে কি হয়েছে ? তোমায় কিন্তু জানি বহুদিন থেকে
কতবার আমি দেখেছি একেলা বসিয়া থাকিতে লেকে।
সত্যি আমার বিস্ময় লাগে তোমার মতন মেয়ে
বিষণ্ণ মুখে বসিয়া থাকিবে আকাশের পানে চেয়ে !
ঠিক আকাশের পানে না হলেও,—দেখিতে বিশ্রী লাগে
কে জানে আমার কেন বিস্ময়, কেনই বা ব্যথা জাগে ?

তোমার দাদার সঙ্গে পড়েছি—সে এখন রেঙ্গুনে ?
প্র্যাক্‌টিস্ করে ? ভালই করেছে,—দিন কাল দেখেশুনে
মনে হয় পোড়া বাঙলা দেশের আবহাওয়ার থেকে দূরে
যদি থাকা যায়—সেই ভাল ; দেখ, সেই যে গোপালপুরে
তোমার মাসিমা মিস্ মিত্তির ছিলেন অনেকদিন,
হার্টের ব্যারাম সেরেছে কি তাঁর ? দেশের যে দুর্দ্দিন
তাঁর মত মেয়ে লাখে এক মেলে, তুমি গড়া তাঁরি হাতে,
—ঘরের ভিতর বেজায় গরম, চল যাই খোলা ছাতে।

টি পার্টিতে আমি হামেসা আসি না, বড় ষ্টেল্ মনে হয়
অতি নম্রতা বিনয়-ভাষণ সে আমার ধাতে নয়।
নমস্কারের রেগুলার রেস্—হঠাৎ দম্‌কা হাসি,
কেতা-দোরস্ত ভব্যতা যেন গলায় লাগায় ফাঁসি।
স্মুমি, আজ তুমি চুপ করে কেন ? কোথা সে উচ্ছলতা ?
কোথা গেল আজ কুমারী নারীর মধুর প্রগল্‌ভতা ?

তোমারে দেখিলে মনে হয় তুমি রয়েছ অন্যমনা,
মুখ ভার করে পার্টিতে আসিলে ভাবে কি অন্য জনা ?
তোমার বন্ধু ডলি দত্তের মাসতুতো বোন লিলি
বেনামীতে তিনি লেখেন পদ্য, কথা কন নিরিবিলি,
কান্তিলালের তিনিই ফিঁয়াসি গর্ব্ব যে তাই নিয়ে
ক্রিস্‌মাসে নাকি হনিমুন হ'বে মন্দারহিলে গিয়ে।
কেমনে হল এ মনের মিলন ?—একজন ডেন্‌টিষ্ট্
মেয়ে একজন কবি গ্র্যাজুয়েট বেজায় সোসিয়ালিষ্ট।
ক্যাপিটালিষ্ট যে কান্তির বাবা, সাতটা চিনির কল
সেথায় কেমনে খাপ খাবে বল লিলির প্রিন্সিপ্‌ল ?

যাক্‌গে সেকথা তুমি কি ভেবেছ বাপ-মা নাইক বলে'
কুমারী জীবন কাটাইয়া দিবে কলেজে পড়ার ছলে ?
রেঙ্গুনে যদি কালই চিঠি লিখি, আপত্তি কিছু আছে—?
দেখ ছাদময় নানান রঙের ভারবেনা ফুটিয়াছে !

দেখেছ কেমন অঢেল জোৎস্না হাসিছে পূর্ণ শশী
সঙ্গী পাইলে মহুয়া পড়িয়া রাত্রি কাটাই বসি' ;
একেবারে তুমি চুপ করে গেলে ? বিরক্ত হলে নাকি ?
আজ তবে আসি !—মনে রেখো আমি ১২ নম্বরে থাকি

লেডিজ্ সিট্

বসুন বসুন, উঠ্‌লেন কেন ? ওতে কিবা যায় আসে
ছোঁয়াছুঁয়ি হলে' মেয়ে মহলের খোয়া যায় না'ক জাত,
লেডি বলে' নেয় অ্যাড্‌ভ্যানটেজ্ ট্রাম্‌এ বাস্‌এ যারা আজ
কোন্ লজ্জায় চা'য় তারা শুনি, ষ্ট্যাটাস্ সমানতর ?

আত্মীয় হলে' হ'তেও পারেন, বন্ধু হলে' কি দোষ ?
চলুন দু'জনে ইডেনগার্ডেনে অথবা ষ্ট্র্যাণ্ডে যাই,
ট্রাম থেকে নেমে হেঁটে যাওয়া যাবে, ট্যাক্সি ক'রে কি লাভ ?
সেই পয়সাতে ফেরবার পথে 'নিউগ্রীল'এ যাওয়া যাবে।

আসুন এখানে নেমে পড়া যাক্, স্‌প্ল্যানেডে বড্ড ভীড়
মনুমেণ্টের ধার দিয়ে সোজা পশ্চিম মুখে যাব,
গল্পে-স্বল্পে এইটুকু পথ উৎসাহে যাবে কেটে
সন্ধ্যাবেলাটা গঙ্গার হাওয়া বেজায় মিষ্টি লাগে।

আপনি কিন্তু বেজায় লাজুক, আলগোছে যান্ হেঁটে
ছোট্ট-হুটি কি একটি কথায় ধরাছোঁয়া মুস্কিল,
আমারি বরং অল্প কথায় এড়িয়ে চলায় লাভ
পুরুষের কাছে সেটা নাকি হয় স্পেশাল্ এ্যট্রাক্‌শান্।

ভয়-ভয় করে ? কেন কিসে ভয় ? রাস্তার লোকজন
গেরেপ্তারের পরোয়ানা নিয়ে ঘুরচে কি মনে হয় ?
পুরুষ মানুষ মিন্‌মিনে হলে' মেয়েরা বেহায়া হবে
একথা বলেছে গলাবাজি করে' মনু থেকে স্পেন্‌সার্।

কি না বল্‌লেন ! মিষ্টার দাস ? নামটি কি তাই শুনি,
ভয় নেই, আমি উকিলের চিঠি কখনই দেবনাক',
চল্‌তি পথের আলাপে যদিবা বন্ধুতা জমে যায়
তার মর্য্যাদা রাখার মতন শিক্ষা আমার আছে।

আমার ঘড়িতে আট্‌টা বাজ্‌ল, আপনারটাতে কত ?
ওটা কি আপনি ঘণ্টাখানেক ফাষ্ট´ করে' রেখে দেন ?
চলুন,—এবার ফিরে যাওয়া যাক্, গুড্‌বয় হ'তে হ'লে
বেশী রাত করে' গড়ের মাঠের হাওয়া খাওয়া ভালো নয়

এই যে এখানে এয়াররেডের স্লিট্ ট্রেঞ্চ দেখে নিন,
ভীতু মানুষের আগে ভাগে এর সন্ধান রাখা ভালো,
বম্বার্ডমেন্ট্ হলেই অমনি দু'হাতে সবারে ঠেলে
ইঁতুরের মত শুড়্‌শুড় করে' গর্ত্তে যাবেন ঢুকে !

ধরুন যদি বা এক্ষুণি এসে শত্রুর এরোপ্লেন
ধমাধম করে' বোমা ফেলে ঠিক আমাদেরি কাছাকাছি,
আপনি বোধহয় নার্ভাস হয়ে এক্‌লাটি ফেলে মোরে
মাথা বাঁচাবেন বীরের মতন সরকারী শেল্‌টারে !

আমার ঠিকানা ? জেনে লাভ নেই, বৃথা এ কৌতূহল,
ইচ্ছা থাক্‌লে দেখাশুনা হওয়া এমন কি সুকঠিন ?
এমনি সময় অবসর থাকে ও এদিকে সেদিকে ঘুরি,
তিনটের শো'তে মেট্রোতে যাব সাম্‌নের শনিবারে।

-ঃ*ঃ

'প্যারাডাইস লষ্ট'

সন্ধ্যার ছায়া ঘনায়ে এসেছে মাঠের 'পরে
মেঠো রাস্তায় চলনা হু'জনে বেরিয়ে পড়ি',
গাড়ীখানা থাক্ এইখানে, চল—কিসের ভয় ?
সহুরে মেয়ের যত ভিরকুটি ড্রয়িংরুমে।

তখন বল্‌লে,—ষ্ট্র্যাণ্ডে নয়ক, ড্রাইভে চল
দূরে বহুদূরে যেতে যেতে বেশ সন্ধ্যা হবে,
চুপচাপ বসে রব ছুটি মোরা একলা প্রাণী--
খুব কাছাকাছি নিরালায় হবে মনের কথা।

ম্যাটিনির শো—ন'টায় ভাঙ্‌বে মিথ্যে ছুতো,
দেরী হ'লে আছে সাইকলজির এক্সট্রা ক্লাশ ;
জীবন-ধর্ম্ম থাক ধামাচাপা, যৌবনেরে
অভিষেক করে' আজিকে বসাই সিংহাসনে।

সারাটি রাস্তা চুপ করে' এলে, একই কথা,
মাতালের মত বারবার আমি এলাম বলে',
কোন্ মদে আমি না-খেয়ে মাতাল সেকথা জান,
নির্ব্বোধ নহি, ক্ষমা করো মোর অবাধ্যতা।

লেখাপড়া শিখে এ্যাড্ভেঞ্চারে সরেনা মন,
বয়স থাকিতে সঞ্চয় কর অভিজ্ঞতা,
তেষ্টায় যদি ফুটিফাটা হ'ল বুকের ছাতি
ঝরণা ফেলিয়া কেবা ছুটে যায় বালুবেলায় ?

অমাবস্যার আঁধারে আমরা লুকিয়ে আছি—
সারা সহরের দৃষ্টি এড়িয়ে এলাম হেথা,
কাছে আসিবার এমন সুযোগ হবে না আর,
নরম ঘাসের গালিচা বিছান,—কষ্ট হবে ?

এইখানে বসো,—এমন নিরালা সন্ধ্যাবেলা
ক্লান্ত দেহের ভার সহেনাক' এমন ক্ষণে,
কাছে সরে এস, হাত দুটি দাও আমার হাতে,
শোন বলি, সেই চির-পুরাতন নোতুন কথা।

অ্যাডাম ইভের কাহিনী পড়েছ,—'মরাল' জান ?
প্যারাডাইসের নিষিদ্ধ ফল মিষ্টি কত ?
জল এগোয় না, তেষ্টা এগোয়,—সত্যি কথা,
অজানা স্বর্গ হারিয়ে পেলাম স্বর্গ হাতে।

'প্যারাডাইস্ রিগেন্‌ড্'

এস এনাক্ষি, বস বস বস, এতদিন কোথা ছিলে ?
কতদিন পরে আজকে আবার তোমায় আমায় দেখা।
দিল্লীতে ছিলে ? কেন ? কি কসুর হ'ল এ কলকাতার
নেহাৎ পুরানো সহরটা বটে ; নয়া দিল্লীর পথে
হয়ত মিলিবে মনের মানুষ, তাই বুঝি অভিযান !
হাল্‌কা হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে বাহিয়া এলে যে তরী—
কোন্ কূলে বল ভিড়েছিল তরী কোন্ সে নবীন নেয়ে
সোনার ফসলে ভরে' দিল তব সোনার আঁচলখানি ?

রেগো না সত্যি, অভিযানই বটে, নহে সে ত অভিসার
অভিসারী মন একই পথে চলে, শ্রাবণে ও ফাল্গুনে,
নিরুদ্দেশের নিশানা নাইক, তাই সেটা অভিযান
সে কথা শুনেছি তোমারি বন্ধু মণিকা দাসের কাছে।
তুমি গিয়েছিলে নূতন করিতে জোড়া-তালি-দেওয়া মন
মনের খোরাক সংগ্রহ করে' ফিরিয়া আসিলে বুঝি
অথবা যাহার সন্ধানে গেলে সে তখন দেরাদুনে
মিষ্টি কথার জাল বুনে বুনে ধরিছে মনুয়া পাখী।

মিস্ মুখার্জ্জি প্রিয় বান্ধবী তিনি বুঝি এলাবাদে ?
—হ'ল তাই হ'ল—কতই বা দূর দিল্লী সহর থেকে,
তারই ত শিষ্যা এনা ব্যানার্জি, সেই ত মন্ত্রগুরু
কানে কানে দিল ফুঁক মন্তর—বিবাহ দুর্ব্বলতা ;
কুমারী-জীবনে উঁচু আদর্শ সহজ পালন করা
ছেলেপুলে হ'লে ভেস্তে যায় যে তাশের বিন্তি খেলা।
দেহ ও মনের স্বাধীনতা যাবে 'ভ্যারাইটি' যাবে কমে'
মন ভেঙে যাবে অসহ্য হবে জীবনের 'মনোটনি'।
তার চেয়ে ভাল ডানা মেলে স্রেফ্ আকাশে সঞ্চরণ
ছোট্ট পৃথিবী পড়ে' থাক পিছে, বৃহৎ পৃথিবী চাই।

ওকি এনা, তুমি মুখ নামালে যে ? চুপ করে' বসে আছ,
আমার কথায় লজ্জা পেলে কি ? রাগ্‌লে কি মনে মনে,
এস এই দিকে এগিয়ে এস না, চেয়ারটা টেনে নাও ;
বোকা চাকরটা ঘুমুচ্ছে বুঝি সাড়া ও শব্দ নাই।
তোমায় একটু চা খেতে হবে যে, ষ্টোভটা জ্বালিয়ে দিই
একটু বসো ত, কল্ থেকে আনি ছোট 'কেট্‌লিটা' ভরে'
না না, তুমি বসো, আজকে যে তুমি অতিথি সম্মানীয়া
মন যারে চায় তার তরে মোর ছিলনাক' প্রত্যাশা।

দেখতো শেল্‌ফে বিস্কুট ছিল, আছে কি দু'একখানা ?
মাখনটা বুঝি ফুরিয়ে গিয়েছে, হাঁদা চাকরটা নিয়ে
এই জীবনের 'স্যাংটিটি' সব ক্রমে ক্রমে গেল উবে,
'ব্যাচিলার' বলে' ঘরে ও বাহিরে সবাই করিছে হেলা ;
এবার ভাব্‌ছি মাসিমার কাছে থাকিব দু' এক মাস
এই জীবনের হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে গিরিডিতে।
কিন্তু তুমি ত জান এনাক্ষি, এ জীবন মরুভূমে
ধূ ধূ করে বালি, প্রখর রৌদ্র, তৃষ্ণার জল নাই !

ছি ছি এনা তুমি এত বোকা মেয়ে, ঠাট্টাও বোঝনাক' ?
কেন মিছিমিছি আমার কথায় চোখে এল লোনা জল,
তোমার কান্না সহিতে পারিনা, ক্ষমা করো মোরে এনা
জল ফুটে ফুটে উথ্‌লে পড়ছে, চা ক'টা ভিজিয়ে দাও ?
এস না দু'জনে মুখোমুখী হয়ে চায়ের টেবিলে বসি
পুরানো দিনের স্মৃতিতে জমুক আজিকে সন্ধ্যাবেলা,
নূতন করিয়া গড়ি আনন্দে আমাদের পৃথিবীরে
কালো পর্দ্দায় ঢাকা থাক সব মলিন দিনের স্মৃতি।

দেখ এনাক্ষি, এলে যদি তুমি, যে ভাবেই তুমি এস,
এতদিন পরে এসেছ, সত্যি ভালই লেগেছে মোর,
পুরানো কথায় মন ভিজে ওঠে হারান মানুষ দেখে
কত দিনকার কত ভোলা কথা ভিড় করিতেছে মনে।
তাই ব্যথা পাই শ্রান্ত তোমার ও মলিন মুখ দেখে
একবার সেই মধু হাসি হাস, চাও মুখ তুলে চাও,
আমার হারানো পৃথিবীতে ফের পড়ুক চাঁদের আলো
ভরা জ্যোৎস্নায় ভাসিয়া বেড়াক খুসীর বিহ্বলতা।

-ঃ*ঃ

কন্‌ফেশন

অমৃত বলিয়া আমি পান-পাত্র ভরিয়া আহ্লাদে
আকণ্ঠ করিনু পান—তৃষ্ণা তবু মিটিল না মোর,
জিহ্বা তালু শুষ্ক হ'ল কটু তিক্ত বিষম আস্বাদে
চিত্ত জাগিবারে চায়, কাটেনাক' সে নেশার ঘোর।

নেশায় রঙীন চোখ,— মনটাও হয়েছে রঙীন,
বেতর হয়েছে দিল্,—বিজড়িত কণ্ঠে ভাঙা কথা,
ফেনায়িত পেয়ালারে মনে হয় অতল গহীন,
বেদনা ভুলিতে গিয়ে জেগে ওঠে যুগান্তের ব্যথা!

'মাইফেল্' বসিয়াছে—এলোমেলো গানের রেওয়াজ,
পানোন্মত্ত নর-নারী হেসে হেসে নাচিছে বেতালে,
গেলাসের ঠুনঠুনি,—ফিস্‌ফাস্ কথার আওয়াজ,
টলিতে টলিতে এসে চুমা দেয় আরক্তিম গালে।

নিমেষে মুছিয়া যায় অর্দ্ধনিমিলিত চক্ষে মোর
বিপর্য্যস্ত ধরণীর কদর্য্য কুটিল কালো ছায়া,
উচ্ছিষ্ট সুরার ক্লেদে অবলুপ্ত আমি নেশাখোর
আমার স্মরণ-পথে জাগে শুধু রজনীর মায়া।

সে মায়া নির্ম্মম অতি—রমণীয় করে রমণীরে,
উচ্ছল সুরার পাত্রে জাগে লক্ষ শত কোটি কায়া,
চটুল চাহনি দিয়ে ইসারায় ডাকে মোরে ঘিরে
মত্ত আলিঙ্গনে দেখি' কখন মিলায়ে গেছে ছায়া।

ছায়ার পশ্চাতে ঘুরি' আপনারে করিয়া বঞ্চনা
সুধাপাত্র মুখে দিই ক্ষুধার্ত্ত আত্মার উপবাসে,
অপেয় অমৃতোপম আস্বাদে যে বাড়ায় লাঞ্ছনা,
দুঃস্বপ্ন এড়াতে চাই উন্মত্ত সম্ভোগ-অবকাশে।

সে স্বপ্ন রাক্ষসী সম বক্ষে চাপে মত্ততা কাটিলে
দিবালোকে হেরি তার লোল জিহ্বা উদ্যত নখর,
নিজেরে ভুলিতে চাই পৃথিবীরে ভুলিতে চাহিলে
ফেনোচ্ছল পানপাত্রে ভোগমগ্ন বিশুষ্ক অধর।

শুষ্কতা কাটেনা তার দণ্ডে দণ্ডে বাড়ে যে দহন
পান করি অমৃত কি হলাহল থাকে না সে জ্ঞান,
প্রহরের পর চলে প্রহরের নব প্রলোভন
তৃষ্ণা-ফল্গু জেগে থাকে, অন্তরের আত্মা হতমান।

আমার এ পানপাত্রে একাধারে অমৃত গরল
ফেনায়ে উঠিছে নিত্য, সুখে দুঃখে মন্থর বাতাস,
ছায়া ভাসে, কায়া ভাসে, স্মৃতি মোর তরঙ্গ-তরল
এপারে নির্ম্মম ধরা, পরপারে রঙীন আকাশ।

———:❋:———

রোমান্স

রজনীগন্ধা ফোটেনি বাগানে ফুটেছে কামিনী জুঁই
হাস্নুহানার গন্ধ এখনো বাতাসে কিছুটা আছে,
ম্যাগ্নোলিয়ার নরম কপোলে আমার কপোল ছুঁই
আল্গা চুমায় সোহাগ করিতে হৃদয় আমার নাচে।

ইন্দ্রকমলে বসেছে ভ্রমর, জানি সে চপল মতি
লাল রঙনের কেয়ারীর 'পরে ওড়ে দুটি মৌমাছি,
তুমি যদি আজ ড্রাইভে বেরতে কিবা ছিল তাহে ক্ষতি
এখানে নাইবা আসিলে, আমি কি পথ চেয়ে বসে আছি ?

সজল হাওয়ায় মেঘের মায়ায় ঘন হ'য়ে ওঠে দিন
কভু বর্ষণ অজস্রধারে, কভু সূর্য্যের আলো
চিক্‌মিক্ করে চিকণ পাতায় ; বাজাই ম্যাণ্ডোলিন,
মেঘ-ভাঙা রোদে বিকেল বেলাটা লাগে বেশ জমকালো।

সাত রঙে রাঙা স্বপন তোমার ভাঙিবে কঠিন ঘায়ে
সোনার পালক খসিয়া পড়িবে ঝড়ের ঝাপ্‌টা লেগে,
উড়ন্ত পাখী হারাইবে পথ সেই দুরন্ত বায়ে,
বন উপান্তে আমি বসে রব দিবস রজনী জেগে।

অকারণে তুমি এসেছিলে কাছে ? কিছুকি ছিলনা আশা ?
চলিতে চলিতে হয়নি কি মনে রয়েছে পথের দাবী ?
কিছু কি পাওনি ? দাও নাই কিছু ? তোমাদের ভালবাসা
থারমোমিটারে ওঠানামা করে কেমনে তাইত ভাবি !

অজস্রভাবে দিয়েছো আমায়, আমি মরিয়াছি লাজে,
সব দিয়ে আমি ভেবেছি, হয়ত কিছুই হল'না দেওয়া,
আজ দেখি চাঁদ ডুবুডুবু করে হাল্‌কা মেঘের মাঝে
এরই নাম প্রেম ? হায়রে কপাল ! এই মন দেওয়া নেওয়া ?

——:※:——

হাঙ্গার মার্চ

অনাদিকালের দুর্লভা নারী,
সমর-অভিযানের পরম লক্ষ্য নারী,
বিগ্রহ বিপ্লবের গ্রহ-কেন্দ্রী নারী,
আজ তুমি সুলভা, বহু-বল্লভা।
আজ তোমার জন্য আমাদের কোনো অভিযান নাই
গোপন সন্ধানও নাই,
নিভৃত নীড়-ছাড়া স্বেচ্ছা-সঞ্চারিণী নারী
আজ তুমি নিজে এসে নিজের সন্ধান দাও
প্রকাশ্য রাজপথে,
লাইট-পোষ্টের তলে তলে,
ট্রাম ও বাস ষ্ট্যাণ্ডের
স্বল্প-পরিসর ওয়েটিং শেডে,
অথবা উত্তীর্ণ সন্ধ্যার অন্ধকারে
পার্কে পার্কে, বা পার্কের আনাচে কানাচে,
স্বল্পালোকিত ফুটপাথের নীচেয় নীচেয়।

চাকা আজ ঘুরে গেছে—
তাই নারীর নির্লজ্জ অভিযান চল্‌ছে নরের উদ্দেশে ;
গোপন অথচ সুস্পষ্ট তার পদক্ষেপের ইঙ্গিত
কখনো মৃদু, কখনো দ্রুত-চঞ্চল
কখনো সচকিত, কখনো বা স্থির-সম্বদ্ধ—
এ কি হাঙ্গার মার্চ্চ ?
ক্ষুদিতের অভিযান ?
এ কি শূন্য উদরের ক্ষুধার তাড়না
না, শুষ্ক কণ্ঠের তৃষ্ণার কাতরতা ?
না, এ জৈব বাসনার বিবসনা মূর্ত্তি
বহুকালের কঠিন নির্মোক ভেঙ্গে
বেরিয়ে প'ড়েছে তার সহজাত প্রেরণায় ?
লালসার জারক রসে জারিত
প্যারাডাইসের নিষিদ্ধ ফলই হ'ল আজ
নর-নারীর কাম্য।

বরনারী আর বারনারী,
সে-পাড়া আর এ-পাড়া,
নমিতা সেন আর বেদানাবালা ;
মাজাঘষা প্রোফাইলে,
শাড়ী, ব্লাউজ আর কান-বালায়
রুজ পাউডার ও উগ্র এসেন্সে
হাই-হিল জুতো আর বেঁটে ছাতায়
শ্রীনিকেতনের লেডিজ্ ব্যাগ এবং
'আস্‌লী সোনেকা' মটর মালায়
অথবা প্রজাপতি নেক্‌লেসে
একাকার—নৈরাকার।

একই ধাঁজে গড়া আধুনিকা নারী—
কৌলিন্য যাচাই হয় তার কাঞ্চন মূল্যে ;
প্যাসান না থাক, ফ্যাসান-দোরস্ত
উভয়েই লেডি—
অর্থাৎ ল্যাড্‌দের কাছে সর্ব্বথা সম্মানীয়া,
অন্ততঃপক্ষে ট্রামে এবং মোটরবাসে,
যেখানে,
লেডিজ সিট্ ছেড়ে উঠে দাঁড়ানই হচ্ছে
আধুনিক প্রথা,
এবং সেইটেই হচ্ছে
সাম্প্রতিক যুগের—আধিভৌতিক ভব্যতা।

একদিকে ঃ
রূপোপজীবীনিদের গোপন পল্লীতে
দ্বিধা-মন্থর আনা-গোনায় পড়েছে ভাঁটা,
তাই দেখি
পথে পথে দেহ-পসারিণীর অভিসার ;
স্বভাব-কুণ্ঠিত ভদ্রমন পেয়েছে
বেপরোয়া কেয়ার-ফ্রি পরোয়ানা।
পথের আঁধার বাধা না হয়ে
সাদা মনকেও করে সাধাসাধি,
লজ্জাবরণ অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়
মানুষের সত্যকার ভদ্র পরিচয়—
হঠাৎ দেখাশুনায় ভয়ের চাইতে অভয়ই জাগে বেশী—
মনে হয়—
উই আর ইন্ গুড্ কম্পানি,—
ট্রেডমার্কা মারা বাজারের বেসাতি
এমনি করে' হয়ে দাঁড়াল
পথের নৈমিত্তিক ব্যবসা—ফুটপাথের হকারি।

অন্যদিকে :
গৃহের বনিতা আজ ভণিতা-সম্বল।
রকমারী ভ্যানিটি ব্যাগে
নারীর ঝকমারি বা কুমারীত্বের রক্ষাকবচ
সাবধানে লুকিয়ে রেখে
গুজ্ ষ্টেপ্ ফেলে
কেহবা বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়।
ষ্টেজ-ফ্রি চাল্ দেখে
বেসামাল মানুষ হ'ল নাঁজেহাল।
স্বল্পবাসে পরিতুষ্টা ভদ্র নারী,
প্রায়-নগ্ন তনু দেহে সদা-দ্রষ্টব্যা শিক্ষিতা নারী,
প্রগতি পথের পতাকা-বাহিনী আধুনিকা নারী,
তোমার চটুল নয়নের মদালস দৃষ্টি
তোমার ত্বরিত পদের সর্পিল গতি
আমাদের মনে এনেছে ভ্রান্তি-বিলাস,
ভুলের ফসলে আমরাও আজ মশগুল্—
একদা ছিলে 'মর্ম্মের গেহিনী,'
'জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী'
কল্যাণে শ্রেয়সী, মহিমায় মহীয়সী নারী
আজ হলে তুমি
যৌন-যোগ-সাধনায়
সকলের সহজিয়া প্রিয়া।

তবু তুমি নারী,—তোমায় নমস্কার!
তুমি নরের আরাধ্যাতমা প্রেয়সী,
যুগযুগান্ত ধরে' তোমারি উদ্দেশে
তরঙ্গিত হয়ে উঠছে—
আমার নানা ছন্দের অভিনন্দন।

তুমি প্রিয়তমা,
নিত্য তোমার কণ্ঠে দুলাই
আমার যৌবন-বনের সন্তফোটা ফুলের মালা

বিলাসিনী একান্তচারিণী নারী হলেও
তুমি নারী,
তাই অনাগত অদূর ভবিষ্যতের আশায়
দিন গুণব পরম বিশ্বাসে,
"তোমার আনন্দময়ী মূর্ত্তি" দেখব বলে,
'তোমার নয়নে দিব্য বিভা'য়
তোমার 'অমৃত-সরস-পরশে'
নবজীবন ভরে' ফুটে উঠবে,
'শিশির-ধৌত পরম প্রভাত' ;
যুগল বাহুতে ফুটে উঠবে আনন্দ
'আনন্দ ছুটবে তোমার চরণপাতে,
হৃদয়ে জেগে উঠবে আবার নব নব রূপে
নারীর নবতন মহিমা,—
'দেবতার কোন্ নূতন প্রকাশ' হবে বলে'
ছন্দে ছন্দে, পরমানন্দে
বাজিয়ে যাব তার চিরপ্রত্যাশিত
আগমনী।

———:※:———